লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প দশাবতার ত
াস

অভিজিৎ কোনার

বিষ্ণুপুর তথা রাঢ়বঙ্গের গর্বের লোকশিল্প দশাবতার তাস। দশাবতার তাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই চলে আসে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবার অর্থাৎ মল্ল র াজবংশ ও মল্ল রাজত্বের কথা। কারণ দশাবতার তাস ছিল মল্লরাজাদের সঙ্গে জড়িত। তাই দশাবতার তাসের বিস্তারিত আলোচনার আগে বিষ্ণুপুর মল্ল রাজত্ব এবং রাজ পরিবারের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা না করলে দশাবতার তাসের ইতিহাস এবং আলোচনা অসম্পুর্ণ থেকে যাবে।

মল্লরাজবংশের এবং মল্লরাজত্বের প্রতিষ্ঠাকাল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ। বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের সংরক্ষিত তথ্যানুসারে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজত্বের শেষ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাজনা সময়মত দিতে না পারায়। রাজত্ব নিলামের দিনটি ছিল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর। ঐ নিলামে বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ মাত্র দুই লক্ষ পনের হাজার টাকায় বিষ্ণুপুর পরগণা কিনে নেন। এইভাবে দীর্ঘ ১১০০ বছরের বেশী সময় ধরে আনুমানিক ৫৬জন মল্ল বংশীয় রাজা র াজত্ব করেন। মল্ল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন আদিমল্ল রঘুনাথ। কথিত আছে উত্তর ভারতের বৃন্দাবনের নিকট জয়নগর রাজ্যের রাজ্যচ্যুত রাজা তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে পুরী ধামের দিকে যাত্রা করেন। পুরীর পথে বিষ্ণুপুরের কাছে কোতলপুরের জঙ্গলের মধ্যে রানী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। নিকটবর্তী লাউগ্রামের অধিবাসী মনোহর পঞ্চানন এক ব্রাহ্মণ এবং ভগীরথ গুহ নামে এক কায়স্থ ভদ্রলোকের কাছে রাজা তার রানী এবং তার পুত্রকে রেখে চলে যান আর দিয়ে যান বিষ্ণপুর রাজ পরিবারের আদিপারিবারিক 'জয়শঙ্কর' নামক তরবারি। কিছুদিন পর রানীর মৃত্যু হয়। ঐ পুত্র সন্তানের ভার নেন এক বাগদী সম্প্রদায়ের মহিলা। তিনি তার সন্তানের সঙ্গে রাজপুত্র রঘুনাথকে লালন পালন করতে থাকেন। কালক্রমে শিশু রঘুনাথ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান, দুর্জয় সাহসী, বুদ্ধিমান এবং অসীম দৈহিক ক্ষমতাসম্পন্ন মল্লবীর যুবকে পরিণত হন। রঘুনাথকে দেখে স্থানীয় প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেব"মল্ল" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই কারণে রঘুন াথের বংশ মল্লবংশ হিসেবে পরিচিত এবং রঘুনাথ "আদিমল্ল" নামে পরিচিত হন। রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষক প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেবের বিদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁরই অধীনস্থ সামন্ত সর্দার যোথ বিহারের অধিপতি। নৃসিংহদেব বিদ্রোহ দমনের জন্য রঘুনাথকে প্রেরণ করেন। রঘুনাথ সেই বিদ্রোহ দমন করেন। এরফলে বিদ্রোহী সামন্ত সর্দার প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু দণ্ড হয়। 'আদিলম্ম' রঘুনাথ যোথবিহারের রাজা হন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তিনি প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেবের জামাতা এবং পরবর্তীকালে প্রদ্যুম্নপুরের রাজা হন। এই রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই লম্বাব্দ গণনা করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রদ্যুম্নপুর অর্থাৎ বর্তমান পদুনপুর থেকে বিষ্ণুপুর এ মল্ল রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কারণ ঐ সময় থেকেই বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধি, বৈভব, জৌলুস বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গামূর্তি মৃন্ময়ীদেবী। বিষ্ণুপুরের মল্ল বংশ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সমেত মহিষাসুরমর্দিনী এক চালার দুর্গামূর্তির থেকে এই মূর্তি আলাদ া। কীর্তিনারায়ণ প্রবর্তিত মূর্তির লক্ষ্মী, সরস্বতী উপরের থাকে, কার্তিক -গণেশ নীচের থাকে অবস্থিত। মল্লবংশ প্রতিষ্ঠিত একচালা প্রতিমার কার্তিক - গণেশ উপরের থাকে এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী নীচের থাকে অবস্থান করে। পরবর্তীকালে মল্লরাজ বীরহাম্বিরের পুত্র রঘুনাথ মল্ল (যাকে রঘুনাথ ১ম বলা হত এক আরোহনের আশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে বাংলার সুবেদার শাহসুজার দ্বারা 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর থেকে মল্লরাজারা প্রত্যেকেই সিংহ পদবী ব্যবহার করতেন এবং বর্তমানে র াজবংশের জীবিত সদস্যরা সিংহ পদবীই ব্যবহার করেন। স্থানীয় জনসাধারণ সিংহ-এর পরে 'ঠাকুর' পদবী যোগ করে বলেন 'সিংহঠাকুর' যেমন মল্ল কালিপদ সিংহ ঠাকুর।

মল্ল রাজাদের মথ্যে অন্যতম মল্ল বীরহাম্বির। বীর হাম্বিরের সময়কাল আনুমানিক ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬২০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৮৯৩ মল্লাব্দ থেকে ৯২৬ মল্লাব্দ। হা ম্বিরমল্ল পাঠান সেনাপতি দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করার পর তাঁর পিতা ধারী মল্ল তাকে বীর উপাধিতে ভূষিত করলে তার নাম হয় বীরহাম্বির। মতান্তরে বন্দী দায়ুদ খাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেবার পর দায়ুদ খাঁ তাকে বীর উপাধি প্রদান করেন । বীর হাম্বিরের সময়ের একটি ঘটনা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গশনন্দিনী'

বীরহাম্বিরের রাজ জ্যোতিষী হঠাৎ একদিন গণনা করেন যে মল্লভূমির রাজধানীর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রিদয়ে কয়েকটি গাড়ি বোঝাই মহামূল্যবান ধনরত্ন পার হয়ে যাবে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল বাদশাহী চিহ্নযুক্ত কয়েকটি গো-শকট কিছু বাক্স বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। তখন বীর হাম্বিরের সেনাদল সেইগুলিকে ধনরত্ন মনে করে লুঠ করে এবং রাজদরবারে পাঠিয়ে দেয়। আসলে সেগুলি ছিল চৈতন্যপার্ষদ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও গোপালভট্ট গোস্বামীর হাতে লেখা পুঁথি এবং প্রামাণিক চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা চৈতন্য চরিতামৃতের পাণ্ডুলিপি বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুগত তিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত শ্রী নিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ আচার্য বৃন্দাবন থেকে দিল্লীর বাদশাহের(মোঘল) বিশেষ চিহ্নযুক্ত গোলকটি নিয়ে আসছিলেন। রাজা ধনরত্নের পরিবর্তে কিছু পুঁথি দেখে হতাশ হলেন। শ্রী নিবাস আচার্যকে ঐবার রাজসভায় আনলে, তাঁর কাছে রাজা পুঁথিগুলির বিষয় সম্বন্ধেঅবগত হলেন। এছ াড়া তিনি শ্রী নিবাস আচার্যে র প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে রাজগুর সম্মান দিলেন। বীরহাম্বির নিজেও শিষ জীবনে পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে বৃন্দাবনে বসব াস করেন। তার নাম হয় 'শ্রীচৈতন্য দাস'। বীরহাম্বির - এর সময়ে শ্রী নিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের নামকরণ করেন 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বীরহাম্বিরের সময়েই তৈরী বিখ্যাত মদনমোহন মন্দির, রাসমঞ্চ, প্রভৃতি বিখ্যাত মন্দির ও স্থাপত্যের। এরই মধ্যে একটি হল বিষ্ণুপুর তথা বাংলার একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প দশ অবতার তাস বা দশাবতার ত াস ও সেই তাসখেলা। কেউ কেউ বলেন এই দশাবতার তাস বীর হাম্বিরের সময়ে সূচনা নয় এর প্রচলন হয়েছে গোপাল সিংহ-এর সময়ে। এর কোন নিশ্চিত প্রম াণ পাওয়া যায় না। বর্তমান দশাবতার খেলোয়াড়দের এবং ঐ দশাবতার তাসের শিল্পীদের কাছ থেকে জানা যায় তাস তৈরী এবং খেলা বীর হাম্বির তাঁর গুর ম াধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে শু করেছিলেন। অতএব বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের বয়স যাইহোক তা প্রায় ৩৫০-৪০০ বছরের প্রাচীন।

এই তাসখেলা বিষ্ণুপুর রাজবাড়ী ছাড়াও সম্রাট আকবরের সভাতেও খেলা হ'ত। হরপ্রসাদশাস্ত্রী ১৮৯০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির 'জর্নালে' বিষ্ণুপুরের দশ াবতার তাস খেলা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত 'নোট' লিখেছিলেন তার থেকে তাসের বয়স জানা যায়। এই তাস প্রায় ১১০০ থেকে ১২০০ বছর আগে তৈরী এবং খেলা শু হয়েছিল। বিষ্ণুপুর এর আগে সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় দশাবতার তাস গঞ্জিফা নামে পরিচিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে বিনয় ঘোষ তার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে দশাবতার তাস সম্বন্ধে আলোচনায় লিখেছেন 'মৎস,কুর্ম,বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম(রঘুনাথ), ভৃগুরাম (পরশুরাম), বলরাম, জগন্নাথ(বুদ্ধ), কল্কি- এই দশজন হলেন আমাদের পৌরাণিক অবতার। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসখেলা এই দশজন অবতারকে নিয়েই পরিকল্পিত। দশাবতার তাস বা গঞ্জিফার উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যেও আছে। যেমন মোঘল সম্রাট বাবর-কন্যা গুলবদনের 'হুমায়ুন নামা', আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরী'।

আকবর এর পূর্বের মোঘল দরবারে এই খেলা প্রচলন হলেও বিশেষ করে আকবর গঞ্জিফা খেলতে ভালবাসতেন। তিনি খেলাটিকে কিছু পরিবর্তন করে আরও অ াকর্ষণীয় করেছিলেন। আকবরের সময়ে দু'রকম গঞ্জিফার সেট তৈরী হত। একটি হল ১৪৪ তসের সেট এবং অন্যটি ৯৬ তাসের সেট। ১৪৪টির সেটে ১২টি অ ালাদা আলাদা রাজা, উজির ও তাদের চিহ্ থাকত। রাজ্যগুলি হ'ল যথাক্রমে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, গড়পতি, ধনপতি, দলপতি, নৌপতি, তিপতি, সুরপতি, অসুরপতি, বনপতি ও অহিপতি। চিহ্নগুলি ঘোড়া, হাতি, পদাতিক, দূর্গ, মুদ্রা,বর্মপরা যোদ্ধা, জাহাজ, স্ত্রীলোক, দেবতা, রাক্ষস, বন্যজন্তু ও সাপ। ৯৬ সেটের রাজা ও মন্ত্রী কার্ডে বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজে লিপ্ত নারী এবং পুষের ছবি। যেমন নাচ, শিকার খেলা, শিশুপালন ইত্যাদি। চিহ্ গুলি হল সুখ (স্বর্ণমুদ্রা), বরাত(দলিল দস্ত াবেজ), কিমাশ(মালপত্র), চাঙ্গ(বীনা), সফিদ(রৌপ্যমুদ্রা), শামসের(তলোয়ার), তাজ ও গোলাম। তাসগুলি সাধারণ হাতির দাঁতে তৈরী। এই তাসের একটি সংগ্রহ বর্তমানে জয়পুর ও সওয়াই মান সিং মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। দশাবতার তাস বা গঞ্জিফা আকবরের সভা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চর্চা হত। বিশেষ করে রাজস্থান এর বিভিন্ন এলাকায় এবং মহীশূর রাজপ্রাসাদ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায়। আন্তর্জাতিক দশাবতার তাস গবেষক এবং কলা সমালোচক প্রয়াত ডঃ ডলফ্ ফন্লাইডেন গবেষণা ও তার লেখা থেকে জানা যায় শুধু তৎকালীন ভারতবর্ষে নয় দেশের সীমার বাইরে বিভিন্ন দেশেতেও এর চর্চা ছিল বহুপূর্ব থেকেই। অতএব দশাবতার তাস চর্চা সীমিত পরিসরের লেখার মধ্যে শেষ করা যায় না। কারণ এই তাস তৈরী ও তার চর্চা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

অনুমান করা হয়, আকবর এর দরবার থেকে প্রথমে এই তাস এর চর্চা বৃন্দাবনে শু হয় এবং উড়িষ্যায় এই তাসের প্রচলন হয়। যতদূর সম্ভব বৃন্দাবনে আসার পর এই তাসের নতুন নামকরণ হয় দশাবতার তাস।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরহাম্বির এই খেলা তাঁর গু শ্রীনিবাস আচার্যর সাহায্যে উড়িষ্যা থেকে বিষ্ণুপুরের রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। অনুমান করা হয় এই ক ারণেই দশাবতার তাসের নবম অবতার বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ। উড়িষ্যার তাসের বর্তমানে কার্তিক এবং গণেশ অবতার রূপে কার্ড-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। যেটির নাম বারোরঙ্গা। কার্ডের সংখ্যা ১৪৪টি। খেলাও নতুন ধরনের।

রাজা বীরহাম্বির উড়িষ্যার তাসের অনুকরণে তাঁর একজন সেনাপতি কার্তিক ফৌজদারকে তাস আঁকতে বলেন। এই কার্তিক ফৌজদারের সময় থেকেই বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার দশাবতার তাস তৈরী চর্চা আজও করে চলেছেন। প্রথমে এই খেলাটি ছিল রাজ অন্দর মহলের রাজ মহিষীদের অবসর বিনোদনের উপকরণ। পরবর্তীকালে রাজ পরিবারের উত্তরসূরীদের মধ্যে প্রয়াত মল্ল কালীপদ সিংহ ঠাকুর যাঁদের সঙ্গে নিয়ে খেলতেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- প্রয়াত জটাধারী চক্রবর্তী, প্রয়াত সনাতন, দাস, প্রয়াত সতীশ ঘোষ, প্রয়াত নিরঞ্জন কুণ্ডু প্রভৃতিরা। মল্ল রাজবংশে আগেকার দিনে যে নিয়মে খেলা হত সেই নিয়মেই এনার া খেলতেন এবং বর্তমানেও সেই নিয়মেই খেলা হয়। বর্তমানের খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন হলেন- গুঁইরাম দাস, অজিত কর্মকার, তিনকড়ি নাগ, রঞ্জিত কর্মক ার, চঞ্চল কর্মকার, মানস দাস এবং সৌরভ কর্মকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার বিখ্যাত গায়ক ও গবেষক প্রয়াত ফকির নারায়ণ কর্মক ারের পুত্র হলেন অজিত কর্মকার এবং পৌত্র হলেন বর্তমানের তাস গবেষক চঞ্চল কর্মকার, সৌরভ কর্মকার।

খেলার নিয়মঃ

দশাবতার তাস আকারে গোল। দশাবতার তাসে মোট ১২০টি তাস থাকে। দশটি আলাদা আলাদা রাজা এবং তাদের মন্ত্রী ও প্রতীক সহ মোট ১২টি করে ১২০টি কার্ড। দশাবতার তাসের রাজা ও প্রতীকগুলি হল।

দশ অবতার তাসের চিহ্নগুলি দশ থেকে টেক্কা অবধি। সম্পুর্ণ তাসগুলি দেখে পৌরাণিক যুগের সমাজের একটি

ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করা যায়। খেলার নিয়ম হল দশাবতার তাসের সংখ্যা ১২০টি। এই খেলা খেলতে হলে পাঁচজন খেলোয়াড় প্রয়োজন। একসঙ্গে চারটি করে তাস বিলানো হয়। প্রতি জনে চবিবশটি করে তাস পান। এই খেলায় কোন পার্টনার থাকে না। এলো কখনও ডানদিক থেকে বামদিকে এবং বামদিক থেকে ড ানদিকে যেভাবে ইচ্ছা চলতে পারে। খেলায় মোট পাঁচটি স্টার্টার। দিন এবং রাত্রের সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেসেঙ্গে খেলার স্টার্টারও পরিবর্তনশীল। সময়গুলি হলঃ

সময় স্টার্টার তাস

দিনের বেলায় রঘুনাথ(রাম)

সন্ধ্যায় নৃসিংহ

রাত্রে মৎস্য

ভোরবেলায় বুদ্ধ বা জগন্নাথ

বৃষ্টির সময় কূর্ম

খেলা চলার সময়ে বৃষ্টি হলেই পরবর্তী গেমে কূর্ম স্টার্টার হবে।

২৪টি করে তাস পাবার পর পরশুরামের ৭ , কল্কির ৮, বুদ্ধের ৯ এবং ১০ সংখ্যার তাসগুলি রাজার আসনের জন্য দিতে হবে। যিনি প্রথমে স্টার্টার পাবেন তিনি তঁ ার সুবিধা মত খেলা আরম্ভ করবেন। দশাবতার তাসে প্রথমে ৫টি অবতার যথা, মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতার তাসের রাজা ও মন্ত্রীর পর ১০ই সর্বে াচ্চ এবং টেক্কা ছোট। বাকি ৫টি অবতার যথা- পরশুরাম, রঘুনাথ(রাম), বলরাম,বুদ্ধ ,কল্কিঅবতার তাসের রাজা ও মন্ত্রীর পর টেক্কা সর্বোচ্চ এবং ১০ ছোট। টিপসই, হাতসই, সটিপ, জোরাটিপও, বোজ এইগুলি খেলা না খেললে বোঝা যাবে না। পয়েন্টের উপর বাজি রেখে এই তাস খেলা হয়ে থাকে। প্রতিপীঠে ২৪ পীঠের পাঁচ পয়েন্ট। তবে পীঠ গুনে এই খেলায় ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। যেমন ১ পীঠ পয়েন্ট, যদি কেউ ৭ পীঠ পান তাহলে তার পয়েন্ট হবে ৭, ৫ -৩৫ পয়েন্ট। কিন্তু মূল ২৪ পীঠের ২৪ পয়েন্ট বাদ দিয়ে ১১ পয়েন্টে তার জিৎ হবে। আবার যদি কেউ ৩ পীঠ পান তাহলে তার পয়েন্ট হবে ৩৫১৫ পয়েন্ট। কিন্তু মূল ২৪ পীঠের ২৪ পয়েন্ট থেকে ১৫ পয়েন্ট বাদ দিলে তার ৯ পয়েন্ট হবে।

প্রতিটি রাজা তাসে তাসের অবতার মণ্ডপের ভিতর আঁকা থাকে। কিন্তু মন্ত্রী মণ্ডপ বাদ দিয়ে আঁকা থাকে এবং চিহ্ গুলি ক্রমান্বয়ে ১ থেকে ১০ অবধি আলাদা কার্ডে আঁকা থাকে বিষ্ণুপুর ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই তাস দেখা গেলেও বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস এবং খেলার সঙ্গে ঐসব প্রদেশের তাস ও খেলার কোন

মিল নেই, তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

তাসের নির্মাণ ঃ

এবার আসি শিল্পীর কথায়। বর্তমানে সেই পুরাতনী ধারায় বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস তৈরী একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বর্তমান শিল্পী বিদ্যুৎ ফৌজদারের নিকট থেকে জানা গেল তাঁর পূর্বপুষ কার্তিক ফৌজদার তৎকালীন মল্লরাজ বীরহম্বিরের সেনাদলের একজন সেনাপতি ছিলেন। কার্তিকের পদবী ছিল সূত্রধর। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী এবং কাষ্ঠশিল্পী। তবে তিনি কাঠের কাজের থেকেও ভাল চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি যেহেতু সেনাপতিও ছিলেন তাই মল্লরাজ তাঁকে ফৌজদার উপাধিতে ভূষিত করেন। কার্তিক ফৌজদার এর পূর্বপুষ মৃন্ময়ী দেবীর বাৎসরিক পটচিত্র আঁকতেন। সেই কারণে কার্তিক ফৌজদার দশাবতার তাস তৈরীর দায়িত্ব পান। বর্তমানের তাস গবেষক ও খেলোয়াড়দের কাছ থেকে জানা গেল বর্তমানে কার্তিক ফৌজদারের বংশধর হিসাবে ভাস্কর ফৌজদার, বঁাশরী ফৌজদার, বিদ্যুৎ ফৌজদার এবং পটল ফৌজদার- এই তাসের বর্তমান শিল্পী। কয়েক বছর আগে বাঁশরী ফৌজদার-এর বাবা প্রয়াত সুধীর ফৌজদার তাস তৈরী ছাড়াও মৃন্ময়ী দেবীর বাৎসরিক অঙ্গরাগ করতেন। তাঁর ভাই ভাস্কর ফৌজদার ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী। তাই তিনি স্থানীয় ব্লক অফিসে চাকুরীও পেয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর ছেলে তাস শিল্পী বাঁশরী ফৌজদারও ঐ একই কারণে স্থানীয় ব্লক অফিসে চাকুরীরত। বর্তমানে একটি মজার ঘটনা হল বাঁশরী ফৌজদার এর দুই মেয়ে মঞ্জুরী এবং মৌসুমী ফৌজদার এই তাস তৈরী করেন ফৌজদার পরিবারের প্রথা ভেঙে। কারণ এর আগে ফৌজদার পরিবারের মেয়েরা এই শিল্প চর্চা করত না। প্রত্যেক শিল্পীই আলাদা আলাদা বাড়িতে এই তাস তৈরী করেন। কিন্তু তাস তৈরীর মূল প্রক্রিয়া একই।

তাস তৈরীর মূল উপকরণ হিসাবে লাগে তেঁতুল বিচির আটা, পাতলা কাপড়, খাঁড়ি মাটি, মেটে সিঁদুর, গালা, রং, তুলি, কাঁচি প্রভৃতি দ্রব্য এবং সবচেয়ে যেটা ভাল দরকার সেটা হল অনুকূল আবহাওয়া। আগে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হত। বর্তমানে পাকৃতিক রং এর মূল্যবৃদ্ধি এবং অপ্রতুলতার কারণে বাজারের রাসায়নিক রং ব্যবহার করা হয়। প্রতিমাসে দুই-তিন সেট তাস তৈরীর কাজ করা হয়। এক সেট তাস তৈরীর জন্য সময় লাগে ২০ থেকে ২২ দিন। একসঙ্গে প্রায় দুই-তিন সেট তাস তৈরী করা যায়।

প্রথমে তেঁতুলবিচি হাল্কা করে ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে মিহি করে সারারাত ভিজিয়ে ভোরের বেলায় গরম করে আঠা তৈরী করা হয়। এরপর সকাল হলে সেই আঠার মাধ্যমে তিনটি পাতলা সূতির কাপড়কে পরস্পরের মধ্যে যুক্ত করা হয়। এরপর সেই কাপড়টি শুকানো হয়। এটির জন্য শুকনো আবহাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ বেশী রোদে এবং ভিজে আবহাওয়া থাকলে কাপড়গুলি বেঁকে যাবে এবং পচে নষ্ট হয়ে যাবে। হাল্কা শোকানোর পর খড়ি মাটির প্রলেপ লাগিয়ে ভাল করে শুকানো হয়। পরে ঝামা পাথর দিয়ে ঘষে একদিক অর্থাৎ আঁকার দিকটা হাল্কা মসৃণ করা হয়। এবার কাপড়টিকে বলা হয় তাসের জমিন। তারপর কাপড়গুলিকে গোলাকার তাসের মাপ মত কেটে নেওয়া হয়। তারপরে তার মসৃণ পিঠে বিভিন্ন রং এবং তুলির মাধ্যমে দশাবতার, তাদের মন্ত্রী এবং এক থেকে দশ অবধি তাদের চিহ্নগুলি আঁকা হয়। প্রথমে কালো রং দিয়ে পার্শ্বরেখা আঁকা হয়। তারপরে প্রতিটি রং ধীরে ধীরে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পূরণ করা হয়। একটি কার্ডের উপর একটি রং যাবতীয় কাজ একবারই করা হয়। বলে রাখা ভাল তাস আঁকার আগে মসৃণ দিকে বাদামী অ্যালা মাটি মাখিয়ে নেওয়া হয়। তারপর আঁকার পর অপরদিকে মেটে সিঁদুর রং করা হয়। দুই পার্শ্ব তারপর গালার হাল্কা প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর ভাল করে শুকিয়ে প্রতিটি কার্ডকে বিক্রয়যোগ্য এবং সংরক্ষণ করার জন্য ছোট স্বচ্ছ প্লাস্টিক এর মধ্যে প্যাক করা হয়।

উড়িষ্যার গঞ্জিফা ঃ

উড়িষ্যার দশাবতার তাসের সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা হল, উড়িষ্যার দশাবতার তাসের নামগঞ্জিফা, তা পূর্বেই বলা হয়েছে, যাতে থাকে ১২০টি কার্ড, কার্তিক গণেশকে নিয়ে ১৪৪টি কার্ডের সেটকে বলা হয় বারো-রঙা এবং বর্তমানে আর একটি আট-রঙ্গা নামে সেট দেখা যায়, যার কার্ডের সংখ্যা ৯৬টি। তাসের সেটের মধ্যে গঞ্জিফাই হল সবচেয়ে পুরাতন। বর্তমান উড়িষ্যার পুরী জেলার চন্দনপুর পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত নায়ক পাটনা গ্রামে আগে এই তাস তৈরী হত। এখবনও তৈরী করা হয়। সেই গ্রামের আদি তাস শিল্পী পরিবার সেনাপতি পরিবারের উত্তরসূরী বর্তমান শিল্পী সুশান্ত কুমার সেনাপতির নিকট থেকে এই তাসের সম্বন্ধেজানা গেল, এই তাস পুরীর রাজা প্রতাপ দ্র দেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় উড়িষ্যায় প্রচলন হয়েছিল। অর্থাৎ উড়িষ্যার তাস বর্তমান সময় থেকে প্রায় ৪৭৫ বছরের পুরাতন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং পুরী জেলার কিছু জায়গায় এই তাস খেলা হয়। জগন্নাথ মন্দিরে আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমা অর্থাৎ উড়িষ্যার কুমার পূর্ণিমায় লক্ষ্মী দেবী এবং জগন্নাথ এর মধ্যে গঞ্জিফা খেলা হয়। (পাণ্ডাদের মধ্যে দুইজন প্রতীকি হিসাবে এই খেলা খেলেন)। বারো রঙ্গা এবং আট রঙ্গা তাস তৈরী এবং খেলা পরে প্রচলন হয়।

এবার আসি উড়িষ্যার তাসের অর্থাৎ গঞ্জিফা এবং অন্যান্য ঐ ধরনের তাস তৈরীর এবং খেলার কথায়। এই তাস বিষ্ণুপুরের তাসের মতোই তৈরী করা হয়। তথাপি সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। যেমন উড়িষ্যার তাসে সূতীর কাপড়ের পরিবর্তে অনেক সময় তসর এর কাপড় ব্যবহার করা হয় এবং এখনও বেশীর ভাগ প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়। তবে অঙ্কন শৈলীর মধ্যে পার্থক্য বেশ লক্ষ্য করার মত। সেনাপতি পরিবার ছাড়াও বর্তমানে মহাপাত্র পরিবারেও এই তাস খেলা খেলা। খেলাটি সম্বন্ধেজানাতে বললে সুশান্তবাবু বলেন 'তাস না খেললে খেলার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে না। মুখে বলে বা লিখে শেখানো যাবে না''। তবে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন 'খেলার বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, ভিন্ন জায়গার প্রক্রিয়াও বিভিন্ন''। সুশান্ত বাবু তাস ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পটচিত্র এবং অন্যান্য চিত্রকলা তৈরী করেন। সুশান্ত কুমার সেনাপতির কথায় জানা গেল তিনি অন্যান্য চিত্রশিল্প সহ তাসও বিদেশে রপ্তানি করেন। তাসের বর্তমান মূল্য গঞ্জিফা (দশাবতার) ১৮০০ টাকা, বারোরঙ্গার ২০০০টাকা, আটরঙ্গার ১৬০০টাকা। অন্যান্য চিত্রশিল্পেরও ভাল বাজার আছে। বিদেশেও এই তাসের সমাদর আছে লোকশিল্প সংগ্রাহকদের কাছে।

শেষকথা ঃ

পুনরায় ফিরে আসি বিষ্ণুপুরের তাসের কথায়। উড়িষ্যার গঞ্জিফা তাসের তুলনায় দশাবতার তাসের বাজার সীমিত এবং বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বিভিন্ন রঙে আঁকা হয় তাসগুলি এবং এই দশাবতার তাসের রঙের সামঞ্জস্য ও নক্শা থেকে বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পীরা বিষ্ণুপুর তথা বাংলার বিখ্যাত বালুচরী এবং তাঁতের কাপড়ের পাড় তৈরী করতেন। দশাবতার তাসের রঙিন নক্শা তাঁরা কাপড়ের আঁচলেতেও বুনতেন। বর্তমানে সেই কাজ কমে গেছে এবং তাঁতশিল্পীরাও আজ লুপ্তপ্রায়।

দশাবতার তাস শিল্পীরা আন্তর্জাতিক বাজারেও যোগাযোগ করতে পারেন নি। দশাবতার তাস ছাড়াও শিল্পীরা খরিদ্দারদের প্রয়োজনে পটচিত্র তাঁরা তৈরী করেন না, তাসের উপরেই বেশী জোর দেন। দশাবতার তাসের বর্তমান মূল্য ১৫০০টাকা। যা তিনবছর আগে ছিল ২০০০টাকা ২৫০০ টাকা। এছাড়া যিনি খরিদ্দার নিয়ে আসেন তাঁকেও বেশ ভাল কমিশন দেওয়া হয় আজকাল। তবুও খরিদ্দারের অভাবে বর্তমানে কমদামেও বিক্রি হচ্ছে না এই তাস। শিল্পীরা অনেকেই অভাবের কারণে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। যেমন বিদ্যুৎবাবু স্থানীয় বাজারে লটারীর ব্যবসা করছেন। বর্তমানে বাঁশরী ফৌজদার এর কন্যা মৌসুমী এবং মঞ্জুরী ফৌজদার দশাবতার তাসের অনুকরণে দশমহাবিদ্যা তাস অর্থাৎ দুর্গার দশরূপের ছবি দিয়ে তাস তৈরী করছেন, সেটি একটি নতুন বিষয়। এই নতুন তাসের খেলাও তাঁরা তৈরী

করছেন। তবে স্থানীয় তাসের গবেষকদের কথায় নতুন সেটটি সাজিয়ে রাখার জন্য লোকের আগ্রহ বাড়ছে। খেলার জন্য নয়। শিল্পটীর কথায় তারা এই শিল্পটির চর্চা রাখলেও পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো এই শিল্পটীকে আর গ্রহণ করবে না। অন্য জায়গায় পরবর্তী সময়ে এই তাস তৈরী হলেও মূল শিল্প কলাটি সেই তাসের মথ্যে থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখেছেন "এখন বিষ্ণুপুরের সকল শ্রেণীর শিল্পীরাই প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের শিল্পকলার প্রাচীন ঐতিহ্যটুকু কেবল আছে, ঐতিহাসিক স্মৃতির মতো, শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই। দশাবতার তাসও আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। কারণ তাস না আঁকতে পারলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাসে যাঁরা আঁকবেন তাঁরা যদি অন্নের জন্য বংশগত পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তাস আঁকা ও তাস খেলা দুই-ই লুপ্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

শিল্পীরা জানালেন, তাঁদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই শিল্পের প্রচার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসার ঘটিয়ে দেবেন। কিন্তু কেউ কিছু করেন নি। আরও বললেন এই শিল্পের আগ্রহীরা এবং সরকার যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে হয়ত বিষ্ণুপুর তথা বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প দশাবতার তাস বিলুপ্ত হবে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com